দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 MAY 1994
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

73

পরীক্ষায় পাসের হার

দৈনিক ইত্তেফাক গত ৫ই মে সংখ্যায় লিখিয়াছে "তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়িয়াছে, কিন্তু বাতাসে অপরিমেয় জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকায় মারাত্মক অস্বস্তিকর গরমে জনজীবন অস্থির। দেহ জ্বালানো গরমে কাজে কাহারও মন নাই। বিশ্রামে স্বস্তি নাই। অনেকেরই রাত কাটিতেছে বিনিদ্র। ফ্যান ঘোরে কিছু বাতাসের হলকায় যেন শরীর পুড়িতে থাকে। ঘামে অস্বস্তিতে কাজ-কর্ম ফেলিয়া মানুষ হাঁপাইতেছে।" উক্ত তারিখের এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে বাংলাদেশে এমন বিরূপ আবহাওয়া বিদ্যমান। এমনি এক মুহূর্তে গত ২রা মে '৯৪ হইতে শুরু হইয়াছে এস-এস-সি পরীক্ষা। এই দুঃসহ আবহাওয়াতে পরীক্ষা দেওয়া কেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এইবার ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বাহ্নে শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মহাবিপাকে পড়িতে হইয়াছে। পরীক্ষা চলাকালে লক্ষ্য করা গিয়াছে ঢাকা শহরসহ কিছু এলাকায় নকল বিরোধী তৎপরতা চলিলেও অধিকাংশ এলাকায় নকলের বন্যা বহিয়াছে। ইহাছাড়া এইবার সর্বপ্রথম কম্পিউটার পদ্ধতি তড়িঘড়ি করিয়া চালু করার ফলে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রী উহা রপ্ত করিতে পারে নাই।

আমাদের দেশে শিক্ষার হার মাত্র ২৪% বিধায় গণশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরী শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করিয়া তাহাতে কোটি কোটি টাকা খরচা করিয়াও তেমন সুফল পাওয়া যাইতেছে না। অথচ প্রতি বছর এস,এস-সি পরীক্ষায় প্রায় ৫০% ছাত্র-ছাত্রীকে অকৃতকার্য ঘোষণা করিয়া শিক্ষার হার স্থির করিয়া রাখা হইতেছে। ১৯৬১ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ২৫ নাম্বার সাধারণ গ্রেস দিয়া ৬১% পাস করানো হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ঐ বৎসরে করাচী বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮৫% ভাগ।

বর্তমান বৎসরে এস-এ-সি পরীক্ষায় সার্বিক প্রতিবন্ধকতার বিষয় বিবেচনা করিয়া সাধারণ গ্রেস দিয়া যাহাতে ৮৫% ভাগের উর্ধ্বে ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই সাথে সনাতনী পরীক্ষা পদ্ধতি পরিহার করিয়া মেধা পরীক্ষার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন, সকল শিক্ষা ও জ্ঞান-গরিমার উৎস হিসাবে মাতৃভাষার প্রচলন এবং শীত মৌসুমে সকল ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষা বিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন জানাইতেছি।

—মোহাম্মদ নূর হোসেন,
ডাক ও জেলা নাটোর।